দৈনিক ইনকিলাব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে অনিয়ম-দুর্নীতি

মন্ত্রণালয়ের তদন্ত ৩ মাসেও শেষ হয়নি 'দুদকের চলছে'

হোসাইন আহম্মদ হেলাল

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরোর কার্যক্রমে অনিয়ম দুর্নীতি কোনভাবেই থামছে না। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরো প্রধান আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ নিয়োগবিধি বহির্ভূত অফিস সহকারী, স্বাস্থ্য সহকারী, লাইব্রেরিয়ান সহকারী, পরিসংখ্যান সহকারী, সহকারী স্টোরকিপার পদের ১৯ জন কর্মচারীকে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার (জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার) পদে পদোন্নতি দেয়ার জন্য গত ৭/৯/১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। বিধিবহির্ভূত সুপারিশে পদোন্নতি আছে কি না এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত ১৩/১১/২০১৪ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের অনুরোধ জানায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পদোন্নতি প্রার্থী একজন কর্মচারী এ প্রতিনিধিকে জানান, এ ১৯ জন কর্মচারী থেকে নানা অজুহাতে আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ ২০ লাখ টাকার উপরি আদায় করেছেন। তাদের পদোন্নতি বিধিবহির্ভূত হওয়ায় মন্ত্রণালয় ফেরত পাঠিয়েছেন। ঐ কর্মচারী আরও জানান পদোন্নতির জন্য তারা যে টাকা দিয়েছেন তা ফেরত চাইলে তাদের নানাভাবে হয়রানি ও বদলির হুমকি দিচ্ছেন বর্তমান স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি

পৃঃ ৫ কঃ ৮

মন্ত্রণালয়ের তদন্ত ৩

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেশের মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় জনগণকে সচেতন করাই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ। এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা। একজন মাঠ কর্মকর্তারা জানান, আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ সার্বক্ষণিক তাদের হুমকি-ধমকি দিয়ে রাখছেন। তিনি আরও বলেন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জোরপূর্বক প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের বাহিরে চ্যানেল আই'র মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের আচরণ পরিবর্তন নিয়ে স্বর্ণ-কিশোরী কার্যক্রম পরিচালনা করাচ্ছেন।। স্বর্ণ-কিশোরী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও জেলার কর্মকর্তাদের জোর করে ৪০/৫০ হাজার ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় করাচ্ছেন। এ প্রোগাম না করলে মহাপরিচালক, পরিচালককে (প্রশাসন) দিয়ে তাৎক্ষণিক শাস্তিযোগ্য স্থানে বদলি করিয়ে হয়রানি করা হবে বলে হুমকি প্রদর্শন করছেন। অসহায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাধ্য হয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুরে টাংগাইল নীলফামারী, পঞ্চগড়, জেলায় এ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ও দেশের অন্যান্য জেলা ও এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরো প্রধান চিঠি প্রেরণ করেছেন। এ কর্মসূচি পালনের জন্য ৪০০-৫০০ ছাত্রীদের জেলা পর্যায়ের আদর্শ গ্রামে আনা হচ্ছে এবং জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে উপস্থিত রাখা হচ্ছে। চ্যানেল আই'র ২০-২৫ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ফারজানা ব্রাউনিয়ার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি ক্যামেরায় ধারণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের ব্যয় পরিশোধ করবেন এমন আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ। উল্লেখ্য, বিধিবহির্ভূত কর্মচারী পদোন্নতির বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং স্বাপকম/প্রশা-১/এডি বিবিধ ০৩/২০১০/১৬৮৯ তারিখ ১৩/১১/২০১৪ চিঠির বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গত ২১/১২/১৪ ইং তারিখে এক আদেশে অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) সভাপতি করে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তদন্ত রিপোর্ট জমা হয়নি। অবশ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং স্বাঃ অধিঃ/প্রশা-১/জুনিয়ার স্বাস্থ্য-শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়মিত ৭৪/১৪/৫৯২০ ২২/১২/২১৪ তারিখের অফিস আদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৩/১১/১৪ তারিখের ১৬৮৯ নং স্মারকের চাহিদামতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরোর হেলথ এডুকেটর পদ হইতে জুনিয়র স্বাস্থ্য-শিক্ষা অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদানের বিষয়ে বিদ্যমান নিয়োগবিধি অনুযায়ী জুনিয়র স্বাস্থ্য-শিক্ষা অফিসার পদে ২৬ জনকে সরাসরি নিয়োগকৃত হেলথ এডুকেটকে বাদ দিয়ে নিয়োগবিধি ১৯৯৫-এর বহির্ভূত ১৯ জন হেলথ এডুকেটকে পদোন্নতি দেয়ার সুযোগ আছে কি-না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন ৭ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে। অথচ গত ৫৭ দিনে ও এ রিপোর্ট দিতে পারেনি তদন্ত কমিটি।

এ দিকে ৮ ফেব্রুয়ারী '২০১৫ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় "স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে দুর্নীতির মহোৎসব শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরোর লাইন ডাইরেক্টর আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রতিবাদে তিনি উল্লেখ করেছেন গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ইং তারিখে বানোয়াট, মনগড়া, ষড়যন্ত্রমূলক ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে যার কোনটি সঠিক নয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি পূর্বের অন্যান্যগুলোর মতই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি।। এ ছাড়াও তিনি তার অফিসের অন্য এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। প্রকাশিত সংবাদটি কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি।

দুর্নীতি দমন কমিশনের নোটিশ এবং মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের মামলার কাগজপত্র থেকে সংগ্রহ করে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। তা ছাড়া সংবাদ প্রকাশের পূর্বে এ প্রতিবেদক স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরোর লাইন ডাইরেক্টরের বক্তব্য নেয়া হয়েছে। তা হুবহু ছাপাও হয়েছে। সংবাদে ক্রস চেকের প্রতিবাদের সুযোগ থাকে না। এছাড়া গত ১০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টা ৪১ মিনিটে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর লাইন ডাইরেক্ট আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ এ প্রতিবেদককে মুঠোফোনে তার প্রতিবাদটি ছাপানোর অনুরোধ জানান এবং ছাপা না হলে অসুবিধা হবে বলে হুমকি প্রদান করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরো অব্যাহতভাবে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে মানুষকে সচেতন করার জন্য কাজ করে চলছে। স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস ও আচরণের উন্নতি ঘটিয়ে রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জনমনে প্রভাব সৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করায়, সরকার ১৯৯৮ থেকে সেক্টর প্রোগ্রাম কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরো'র কাজের পরিধিকে আরো বৃদ্ধি করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ পদ প্রধান, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরো তবে সেক্টর প্রোগ্রামে লাইন ডাইরেক্টর, হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড প্রমোশন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সহিত কাজ করে আসছিল। কিন্তু ১৯৯৮ হতে সেক্টর প্রোগ্রাম কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর দুই জন কর্মকর্তার দুর্নীতিতে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যুরোতে ব্যাপক অনিয়ম শুরু হয়। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ কামনা করছেন সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।